দিদার চমৎকার

লেখক

ডি. দোদন

দিদার চমৎকার

কলকাতার মধ্যে এক ছোটও শহর নাম তার রামদেবপুর। এই শহরে এক বাড়িতে একটি ছোট্ট পরিবার থাকে। পরিবারের সদস্য মাত্র পাঁচ জন। বাবা পবন, মা আপরাজিতা, ছেলে রাম, ছেলের বউ কেকা ও দিদা খুকুমণি। রামের একটা ছোট্ট কাপড়ের ব্যাবসা। খুব ভালো ব্যাবসা করতে শুরু করে সে। কিছু দিনের মধ্যে ভালো সাফল্য পেয়ে যায়। তার ব্যাবসা সারা ভারতবর্ষে ছড়াতে থাকে। তার মা তাকে ব্যাবসার বাপারে খুব সাহাজ্য করত। তার বাবা একজন বীমাকর্মী ও পাড়ার একজন বড় মাথা। তার বউ সাধারন গৃহবধু। আর তার দিদা খুব বয়স্কা। ব্যাবসাটাকে বাড়ানোর জন্য সে তার বাড়ি ব্যাঙ্কের কাছে বন্দক দেয়। ব্যাবসা ভালো ভাবে চলতে থাকে। বিভিন্ন মানুষের সাথে তার পরিচয় হয়। তার সব থেকে ভালো বন্ধু ও তার সুভাকাঙ্খি হল তার দিদা। সে তার মনের সমস্ত কথা তার দিদার কাছে বলতো।

ব্যবাসা বাড়ার সাথে সাথে সে অনেক কর্মচারী নিয়োগ করতে শুরু করে। বিভিন্ন ক্রেতাদের সাথে পরিচয় হয়। এমত অবস্তায় হটাৎ একদিন খুব টাকার দরকার হয়ে পড়ে, কিন্তু সে কোনও উপায় পায় না টাকা জোগাড় করতে। সেই সময় রামের এক মহিলা কর্মচারী কালিকা তাকে টাকা ধার দেয়। সে কোনও রকুমে টাকার ব্যাবস্থা করে বিপদ মুক্ত হয়। তার একটি ক্রেতার সাথে তার পরিচয় হয়। সেই ক্রেতাটি তার কাছ থেকে প্রচুর টাকার মাল কেনার জন্য আগ্রিম টাকা দেয়। সে কিছু মাল তার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, আর বাকি মাল সে ধীরে ধীরে বানাতে থাকে তার কারখানাতে। এমত অবস্থায় কালিকা তার ধার দেওয়া টাকাটা চাইতে থাকে, রাম তাকে টাকাটা ফেরত দেয়ার জন্য কিছু দিন সময় চায় । কিন্তু সে তার কোনও কথা শুনে না , না জানিয়ে কাজও ছেরে দেয়।

কালিকা ওই অঞ্চলের প্রধানের সাথে ও ওই ক্রেতার সাথে যুক্ত হয়ে একটা পরিকাল্পনা করে রামকে শেষ করারা জন্য। লোকে বলে – “যে গোদের উপর বিষ ফরা” । রামের সেই সময় তাই হয়। এই সময় তার ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি বিক্রির আদেশ আসে। সে খুব চিন্তায় পড়ে যায়। সে কোনও ভাবে

টাকা জোগাড় আর করতে পারছে না। সে তার দিদার সাথে আলোচনা করে, কিন্তু তারা দিদা কি করবে,তার ত বয়স হয়েছে, সে শয্যা সাই।

রামকে বলে "আমি মরে গিয়ে ভুত হতে পারলে তোকে সাহায্য করতে পারতাম দাদু।"

কিন্তু রামের কি কপাল। তার বাড়িতে যথারীতি কালিকার পরিকল্পনা অনুসারে হামলা করে দুষ্কৃতীরা। তার বাড়ি লুঠপাট করে, তার বাইক নিয়ে চলে যায়, বাড়ির সমস্ত জিনিস ও কারখানার সমস্ত জিনিস নিয়ে যায়। পবন বাবু পরের দিন পুলিশের কাছে গিয়ে জানাতে, তারা কোনও রকুম সাহায্য করে না তাকে। উলটে তাকে কু-কথা বলে থানা থেকে বিতারিত করে। কারন পুলিশদের ওই অঞ্চল প্রধান টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়। পরের দিন যথারীতি আবার হামলা হয় পবনবাবুর বাড়িতে। সেই রাতে কাউকে না জানিয়ে রাম তার সমস্ত পরিবারকে নিয়ে চলে যায় অন্য জায়গায়।

তার দিদা কিছু দিনের মধ্যে মারা যায়। রামের এই বিপদের মুখে সে তার ভালো মানুষটাকে হরিয়ে ফেলে। ও দিকে রাম খবরের কাগজ দেখে, খবর পায় যে বাড়ীটা নিলাম হতে চলেছে। রামের শ্বশুর বাড়ি থেকে তার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায়। রামের সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় । রাম কি করবে এবার,সমস্ত কিছু সে হারিয়েছে? রাম আর কোনও দিক দেখতে পায় না, সে তার দিদাকে মনে করতে থাকে আর কাঁদতে থাকে। কাঁদতে-কাঁদতে সে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওদিকে স্বর্গলোক থেকে রামের দিদা রামের এই অবস্তা দেখে কাঁদতে থাকে। কারন সে ত মৃত। তার কিছু করার ক্ষমতা নেই, শুধুমাত্র এই অবস্তা দেখা ছাড়া।

ঠিক সেই সমায় স্বর্গলোক দিয়ে নারদ মুনি যাচ্ছিলেন। খুকুমণির এই অবস্থা দেখে তিনি খুকুমণিকে জিজ্ঞাসা করেন –" খুকুমণি, তুমি এখানে এই ভাবে কাঁদছ কেনও? তোমার তো হারানোর আর কিছু নেই। তুমি নতুন জন্মের জন্য অপেক্ষা করো। ব্রম্ভাদেবের অনুমতি হলে তোমায় নুতুন জন্ম প্রদান করে পৃথিবীতে পাঠাবে।"

খুকুমণি তাকে বলে-“ মহর্ষি, আমি আমার জন্য চিন্তা করছি না। ওই দিকে দেখুন, আমার নাতির কি অবস্থা।ওর এই অবস্থা দেখে আমি কিছুই করতে পারছি না। আজ আমি যদি ভুত হয়ে থাকতাম, তাহলে ওকে সাহায্য করতে পারতাম।“

নারদমুনি পৃথিবীতে তাকিয়ে রামের অবস্থা দেখে চিন্তায় পরে যায়। তিনি খুকুমণিকে নিয়ে চলে যায় যমরাজের কাছে। কিন্তু সেখানে যমরাজ ছুটিতে থাকার জন্য তার সাথে যোগাযোগ হয়ে ওঠে না। তিনি ওখান থেকে খুকুমণিকে নিয়ে বিষ্ণুদেবের কাছে চলেযান। বিষ্ণুদেবকে সমস্ত কথা বলে। খুকুমণি ওনার কাছে হাত জোড়করে বিনতি করে তার নাতিকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য।

কিন্তু বিষ্ণুদেব বলেন- “ এটা নিয়মের বাহিরে, সময় সব কিছু ঠিক করে দেবে।“

খুকুমণি বলে-“ যদি নিয়মের বাহিরে হয়, তাহলে ওই দুষ্টদের কোনও শাস্তি হবে না। তা হলে আপনাদের লোকে কেনও পুজ করবে পৃথিবীতে।“

খুকুমণির সাথে বিষ্ণুদেবে কথা কাটাকাটি হয়, তাতে কোনও ফল পায়না খুকুমণি। এমত অবস্থায় সে ওখানথেকে মাথা নিচু করে যেতে থাকে, ঠিক সেই সময় সে একটা পাঁচিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় হটাৎ এটা পায়ের শব্দ শুনতে পায়। সে ওই পায়ের শব্দ শুনে তার পিছু করতে থাকে। সেখানে গিয়ে সে হতবাক হয়ে দেখে-“ দেবরাজ ইন্দ্রা, তার সভার নর্তকী রম্ভার সাথে গল্প করছে।“ খুকুমণিকে ওইখানে দেবরাজ ইন্দ্রা দেখে চমকে ওঠে।

দেবরাজ ইন্দ্রা –“ এখানে তুমি কি করছ?”

খুকুমণি –“ দেবরাজ, আপনার লীলা দেখছি।“

দেবরাজ –“ তুমি এখান থেকে চলে যাও, আর এখানে যা ঘটেছে সেটা কাউকে বলবে না।“

খুকুমণির মাথায় একটা বুদ্ধি খাটাল। এই ঘটনাটা যদি সকলকে বলে দিই, তাহলে দেবারজ লজ্জিত হবে, ফলে তিনি আমায় পৃথিবীতে পাঠাতে বাধ্য হবেন।

খুকুমণি বলে-“ ঠিক আছে, আমি এই ঘটনা কাউকে বলবনা, আপনি আমায় পৃথিবীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।“

দেবরাজ-“ না, এটা সম্ভাব নয়।“

খুকুমণি-“ ঠিক, আছে আমি চললাম, সবাইকে আপনার কথা বলতে।“

দেবরাজ-“ আরে দাঁড়াও, রাগ করছ কেন। আমি কিছু না কিছু ব্যবস্থা করছি।“ এই বলে দেবরাজ চিত্রাগুপ্তকে দেখে পাঠান। চিত্রাগুপ্তা ও দেবরাজ পরামর্শ করে একটা উপায় বার করেন।

খুকুমণিকে দেবরাজ ইন্দ্রা বলেন -“ যমরাজ ১০ দিনের জন্য ছুটিতে গেছেন, তোমাকে একটা শর্তে পৃথিবীতে পাঠাতে পারি, এই ১০ দিনের মধ্যে তোমার পৃথিবীতে ছেরে আশা স্বপ্ন পুরন করতে পার এবং তোমার কাছে শুধু মাত্র একজনকে দেখার আদেশ রইল ও তুমি যদি আর কাউকে দেখা দাও তাহলে তোমার সমস্ত ক্ষমতা কেরে নেয়া হবে ও তোমায় স্বর্গে ডেকে নেয়া হবে। তোমায় ১০ দিনের মাথায় পৃথিবীতে চলে আসতে হবে। তুমি কি রাজি?”

খুকুমণি –“ আমি রাজি, প্রভু।“

ইন্দ্রের কথা মত চিত্রাগুপ্তা খুকুমণিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়।

হটাৎ রাম বুঝতে পারে তার বিছানায় কে জানও বসে আছে। সে আচমকা ঘুম থেকে উঠে পড়ে। উঠে দেখে তার দিদা তার পাশে বসে আছে আর তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে কিছুটা সময় ভয় পেয়ে যায়। তার দিদা বলে –“আমায় ভয় পাস না রাম, আমি বলে ছিলাম তোকে, আমি মরে গিয়ে যদি সাহায্য করতে পারি। ভগবান আমার উপর খুশি হয়ে আমার পার্থনা শুনেছে। তাই আমি তোকে সাহায্য করারা জন্য এলাম। তুই নিশ্চিন্তে ঘুমা, আমি আছি তোর পাশে।“

রাম শুনে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। রাম খালি তার দিদাকে দেখতে পায়, অন্য আর কেউ না।

পরের দিন সকালে উঠে দিদাকে জিজ্ঞাসা করে – "আমি কি করব?"

দিদা বলে-" আমি তোর সাথে আছি , তুই এগিয়ে চ।" রাম দিদার ভরসায় লড়াইএ নেবে পরে।

দিদা বলে-" তুই অর্জুন ,আর আমি শ্রী কৃষ্ণা ।"

রাম কাউকে না জানিয়ে তার পুরানো বাড়িতে চলে আসে। সেখানে এসেছে শুনে দুষ্কৃতীরা তার উপর হামলা করতে আসে। তাকে আক্রমণ করলে সবাই দেখে হতবাক হয়ে যায়। তার ঘুশি ও লাথিতে দুষ্কৃতীরা একে একে শূন্যে ভেসে দূরে দূরে দিয়ে পড়ছে। সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে ওঠে। দুষ্কৃতীরা চলে যাবার পর থানার মেজবাবু আসে রামকে তাদের মারা জন্য গ্রাহফতার করতে। কিন্তু সবাই কি দেখে সেখানে। সবাই দেখে মেজবাবুর কথা বলতে বলতে তার প্যান্টটা কোমর থেকে খুলে গেছে। এটা দেখে সবাই হাসতে শুরু করলে মেজবাবু ওই স্থান ছেরে লজ্জ্যায় চলে যায়।

মেজবাবু চলে যাবার পর রাধা দৌড়ে চলে এসে রামকে জড়িয়ে ধরে সবার সামনে। সে রামকে বলে –"চলে যায়ও এখান থেকে, না হলে ওরা মেরে ফেলবে তোমায়।"

কে এই রাধা? রাধা ছোটো বেলা থেকে রামকে ভালোবাসত , কিন্তু সমাজ ও তার পরিবারের ভয়ে বলতে পারিনি রামকে তার মনের কথা । কিন্তু আজ সে তার মনের কথা চাপা রাখতে পারেনি।

রাম বলে –"নেই কোনও ভয়, যেথায় আছে আমার সাথে স্বয়ং সর্বশক্তি মান।" এই কথা বলে সে সিটি মারতাই তার বাইকটা আপনা থেকে চলে তার কাছে চলে আসে। সবাই হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু রাম দেখে ওটা দিদা চালিয়ে নিয়ে আসছে।

রাম বাইকের উপর উঠে বসতেই দিদা তাকে বলে-" রাধাকে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যা তোর বাড়িতে, ওই তোর জন্য সঠিক মেয়ে, যে বিপদে আসে সে

ভগবান , আর যে বিপদ থেকে নিজের লোকে দূরে ফেলে চলেযায় সে অসুর।“

রাম বলে-“ সব ঠিক আছে, কিন্তু তিনজন বসবো কথায়, আর পুলিশ ধরলে ফাইন দিতে হবে।“

দিদা বলে –“ বোকা আমি কি আর তোর সাথে যাবো, তুই রাধাকে নিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যা। আর হেলমেটের কথা ভুলে ভালকরে বাইক চালিয়ে চলে যা। পাগল একটা। “

দিদার কথা মতো সে রাধাকে নিয়ে তার ভাড়া বাড়িতে যায়। সেখানে নতুন পুত্রবধুর স্বাগত হয়। দিদার কথা মতো সে তার আগের স্ত্রীকে ডাইভরশ দিয়ে দায়।

রাম ও তার দিদা উকিল কপিলবাবুর কাছে যায়। রামকে উকিলের কর্মালয় থেকে দূরে রেখে দিদা দেখতে যায় উকিল কি তার নাতির কাজটি করছে কিনা। সে দেখে ওখানে কালিকা, অঞ্চল প্রধান, পুলিশের মেজবাবু ও ব্যাঙ্কের ম্যানেজার রামকে আদালতে ফাঁসানোর জন্য পরিকল্পনা করছে। রামকে তা বলতে সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে।

দিদা বলে-“চিন্তার কোনও কারন নেই, তোর মতো স্বর্গেও আমি একটা নাতি পেয়েছি, তার বাবা এখানে উকিল সে তোর সাহায্য করবে অবশ্যই।“

এই বলে তার কাছে তারা যায় এবং সব ঘটনা বলে। সে শুনে বলে –“রাজীব মারা যাবার পর আমি পঙ্গু হয়ে গেছি , আমি কিছু করতে পারব না, তবে একটা রাস্তা আছে, আমি তোমার হয়ে পিটিসান জমা দেব, তোমায় তোমার কেসটা নিজেকেই লরতে হবে।“

দিদা ও রায় বাবুর কথা মতো সে কেসটি লরতে থাকে। তাকে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। সকলের পর্দা ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য বিষয় হল বিচার শেষ হবার আগে দেখা যায় এর মধ্যে প্রধান শত্রু হল আনামিকা। এই অনামিকা হল ওই অঞ্চলের এক ধনী ব্যাক্তির মেয়ে। পবনবাবু পুজা কমিটির প্রেসিডেন্ট থাকার সময় পূজামণ্ডপ থেকে অনামিকাকে বাজে আচরণ করার জন্য বাহিরে বার করে দেয়। সে তার

বদলা নেবার জন্য এই চক্রান্ত করে। আর বাঙ্ক থেকে রাম তার বাড়ি ছাড়িয়ে নেয়, কারন সে প্রতি মাসে বাঙ্কের যথা যত কিস্তি দিত। মিথ্যা কেশ করার জন্য বাঙ্কের ম্যানেজারের চাকরি চলে যায়। আর কালিকাকে ওই টাকাটা দেয় অনামিকা , পবন বাবুকে ফাঁসানোর জন্য। ফলে আদালত কালিকাকে ৫ বছরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। পুলিশের মেজবাবু সাসপেন্ড হয়। কপিল উকিলের ওকালতির বাজেয়াপ্ত করে। অঞ্চল প্রধান তার দল থেকে বিতারিত হয় এবং রামকে তার সব কিছু ফিরিয়ে দেয়।

রাম তার সবকিছু দিদার জন্য ফিরে পায়। রাম সপরিবারে তার নিজের বাড়িতে প্রবেশ করে। দিদা তার সমস্ত ক্ষমতা হারায় এবং দেবরাজ ইন্দের কথা মত তাকে স্বর্গলোকে চলে যেতে হয়।

দিদার কথা রাম তার মনের মধ্যেই চেপে রাখে সারা জীবন। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিদার কথা চিন্তা করে। বছর ২ এক বাদে রাম ও রাধার একটি মেয়ে হয় যার নাম রাম তার দিদার নামে রাখে “খুকুমণি”।কিন্তু কি আশ্চর্য “খুকুমণি” এর স্বভাব একদম রামের দিদার মতো। রাম তার মেয়ে কে আদরকরে ডাকতে থাকে “ দিদা” বলে।

সমাপ্ত

লেখক

দোদন